দৈনিক সংবাদ

155

তারিখ 09 JUN 1989
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

সংবাদ

ঢাকা : শুক্রবার, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৬

সরকারী কলেজে শিক্ষকের অভাব

বাংলাদেশে সরকারী কলেজসমূহে সাড়ে আঠারশ শিক্ষকের পদ খালি আছে। জাতীয় সংসদের চলতি অধিবেশনে প্রশ্নোত্তরকালে শিক্ষামন্ত্রী একথা জানিয়েছেন।

এইচএসসি ও ডিগ্রী কলেজ মিলিয়ে দেশে ১৫৪টি সরকারী কলেজ রয়েছে। অর্থাৎ গড়ে প্রতি কলেজে ১২টি শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে।

সরকারী অর্থে সম্পূর্ণ পরিচালিত কলেজগুলোতে এতগুলো পদ খালি রয়েছে। বেসরকারী কলেজের সংখ্যা ৬০৮টি। এসব বেসরকারী কলেজে সরকারী অনুদান পাওয়া গেলেও তাদের আর্থিক সংকট রয়েছে। সেক্ষেত্রে এসব কলেজে শিক্ষকের কতগুলো পদ খালি তা জানা যায়নি। তবে সংখ্যাটা পাঁচ হাজারে দাঁড়ালেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

সরকারী কলেজসমূহে ১৯৮৫-৮৬ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী শিক্ষকের সংখ্যা ৬ হাজার ৩ জন। এই সংখ্যক শিক্ষক কার্যে রত আছেন এটা যদি ধরে নেওয়া যায়, তবে স্বীকার করতে হবে যে, প্রায় এক-চতুর্থাংশ পদই খালি রয়েছে।

ব্যাপারটা পরিষ্কার হত যদি জানা যেত কতদিন থেকে এই পদগুলো খালি পড়ে আছে; আর কেন খালি পড়ে আছে। গত বছর বাজেটে রেকর্ড পরিমাণ অর্থ শিক্ষাখাতে বরাদ্দের কথাটা সরকারী মহল থেকে যত্রতত্র শুনিয়ে দেয়ার সুযোগ পেলে ছাড়েন না। কিন্তু এতগুলো কম শিক্ষক নিয়ে কলেজসমূহের শিক্ষা কতটা সুষ্ঠুভাবে চলছে, সেকথার ধারেকাছেও সংশ্লিষ্ট মহল যাচ্ছেন না।

এনিয়ে কোনরূপ কথা উঠলে পরই সরকারি বক্তব্যের ঠিক প্রতিবাদ করেন না, তবে একটা ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস পান।

আমরা জানতে চাই, গড়ে প্রতিটি কলেজে ১২ জন শিক্ষকের পদ খালি রেখে ছাত্রদের শিক্ষাদান কার্যটা কীভাবে চলছে।

ছাত্ররা অভিযোগ করে যে, সিলেবাস শেষ হয় না। পরীক্ষা পিছানোর দাবী তারা করে। কখনো সিলেবাসের দোহাই তারা দেয়। কখনো ঝড় বন্যা দুর্বিপাকের কথা তারা বলে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ওপর হাত নেই এটা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু সিলেবাস শেষ না হওয়ার একটি কারণ কি শিক্ষক স্বল্পতা নয়? সরকারী কলেজসমূহের মধ্যে ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা ১৩৮টি। এসব কলেজের ছাত্ররাই দেখা যায় পরীক্ষার ব্যাপারে নানা প্রশ্ন তুলে থাকে। বেসরকারী কলেজগুলোর কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই না। যদিও সরকারী-বেসরকারী শিক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা, এ ধরনের বিভাগ সত্ত্বেও, পরিচালনার দায়িত্ব সরকারের। অর্থাৎ ছাত্ররা যাতে উচ্চ শিক্ষা পায়, শিক্ষকের অভাবে কিংবা অপর কোনরূপ কারণে শিক্ষার অসুবিধা না হয় সরকারী কলেজসমূহের ক্ষেত্রে তার ষোল আনা দায়িত্ব সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। এক কথায় সরকারী কলেজের অভিভাবক তারা।

সরকারই যদি তার পরিচালিত কলেজগুলোর জন্য শিক্ষকের ব্যবস্থা না করেন, তবে ছাত্রকে শিক্ষার জন্য তাড়া দেয়ার মধ্যে কোন যুক্তি নেই। সরকার বলবেন, শিক্ষার জন্য তো তাড়া আমরা কাউকে দিচ্ছি না। এই না দেয়াটার মধ্যে কৃতিত্ব নেই। সরকারী কলেজে ছাত্রদের পড়াশুনা কী রকম হচ্ছে, কোথায় অসুবিধা তা তো সরকারকেই দেখতে হবে। শিক্ষকরা ঠিকমত পড়াচ্ছেন কিনা, কিংবা কোথায় শিক্ষক স্বল্পতা আছে, তা পূরণ করব কীভাবে করতে হবে এটা সরকারেরই দায়িত্ব।

এক হাজার ৮শ' ৫০টি শিক্ষকের পদ খালি এটা উড়িয়ে দেবার মত নয়। দেশে কলেজে পড়াবার মত উপযুক্ত শিক্ষক কি নেই? যোগ্য প্রার্থী কি নেই এসব পদের জন্য? তাহলে এতগুলো শিক্ষকের পদ খালি কেন? সরকারী কলেজে অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারেতো কোন অসুবিধা থাকার কথা নয়।

সরকার কতদিনে শিক্ষকদের এই খালি পদ পূরণ করবেন, তাও জানা যায়নি।

শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের সেমিনার সরকারী উদ্যোগে হয়। বেসরকারী উদ্যোগের কথা বলছি না, তাদের কথা তো সরকার কানে তুলতে নারাজ। কারণ, তারা শুধু সরকারের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার এবং নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ আনে, সরকারের সাফল্যের দিকটি কখনো বলে না।

সরকার সম্পর্কে ঠিক একই ধরনের অভিযোগ আনা চলে। তা হল, তারা শুধু কী সফলতা অর্জন করেছেন সে কথাটাই উঁচু গলায় বলেন। বার বার তারা বলে আসছেন শিক্ষার ওপর তারা যথেষ্ট জোর দিয়েছেন। শিক্ষা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ আগের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে ইত্যাদি। কথাটা মিথ্যা নয়। তবে সম্পূর্ণ সত্যও নয়। রাজস্ব ব্যয়ের কত অংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা হচ্ছে, অন্যান্য খাতের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে দেখলে প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের হার কম। এই হার এবং পরিমাণের মধ্যে যে একটা শুভঙ্করের ফাঁকি আছে তা সাধারণ মানুষ বোঝে না। কিন্তু কাজের বেলা ধরা পড়ে। শিক্ষাখাতে রেকর্ড পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ সত্ত্বেও সরকারী কলেজসমূহে বহু শিক্ষকের পদ আজও খালি পড়ে আছে। কলেজগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকই যদি না থাকে তাহলে অন্যান্য উপখাতে ব্যয়ের সার্থকতা কতখানি? সুতরাং আমরা সরকারের নিকট জানতে চাইব সরকারী কলেজসমূহে এই শিক্ষকের পদগুলো পূরণ করার কী ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সরকার বলে থাকেন তারা উচ্চশিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সেটা কাজে পরিণত করার প্রাথমিক ভিত্তি হল খালি পদে দ্রুত শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ হাতে নেওয়া।

দৈনিক সংবাদ

09 JUN 1989
4 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র